রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ২৬, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৪ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং ৪৫৩-আইন/২০২৫।—বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬২ নং আইন) এর ধারা ১৬-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "**আইন**" অর্থ বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০;

(খ) "**ইজারাগ্রহীতা**" অর্থ আইনের অধীন বালুমহালের ইজারা গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(গ) **"ইজারা-বৎসর"** অর্থ ১ বৈশাখ হইতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত যে সময়ের জন্য কোনো বালুমহাল ইজারা প্রদান করা হয়;

(ঘ) "**জাতীয় কমিটি**" অর্থ বিধি ১৫ এর অধীন গঠিত জাতীয় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(ঙ) "**জেলা কমিটি**" অর্থ বিধি ১৭ এর অধীন গঠিত কোনো জেলার জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি;

মূল্য : টাকা ৩০.০০

(চ) "**ড্রেজার**" অর্থ বিশেষ এক ধরনের যন্ত্র বা যান্ত্রিক জলযান, যাহা নদ-নদী বা অন্যান্য জলাশয়ের (যেমন- খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, পুকুর, ইত্যাদি) তলদেশ বা পানিতে নিমজ্জিত কোনো স্থান হইতে সুষম স্তর ও নির্দিষ্ট প্রশস্ততায় বালু বা মাটি উত্তোলনে সক্ষম;

(ছ) "**ড্রেজিং**" অর্থ কাটার সাকশন, হপার ড্রেজার বা এস্কাভেটর দ্বারা বা কায়িক শ্রমের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে নদ-নদী বা অন্যান্য জলাশয় (যেমন- খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, পুকুর, ইত্যাদি) হইতে সুষম স্তর ও নির্দিষ্ট প্রশস্ততায় বালু বা মাটি উত্তোলনপূর্বক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে প্রক্রিয়াকরণ;

(জ) "**তফসিল**" অর্থ কোনো বালুমহাল হইতে বালু বা মাটি উত্তোলনের জন্য চিহ্নিত স্থানের জেলা, উপজেলা, মৌজা, খতিয়ান, দাগ, পরিসীমা ও জমির পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য;

(ঝ) "**তালিকাভুক্তি**" অর্থ বিধি ৪ এর অধীন ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি;

(ঞ) "**তালিকাভুক্ত ব্যক্তি**" অর্থ বিধি ৪ এর অধীন তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(ট) "**তালিকাভুক্তির সনদ**" অর্থ বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন তালিকাভুক্ত ব্যক্তির অনুকূলে প্রদত্ত সনদ;

(ঠ) "**পরিশিষ্ট**" অর্থ এই বিধিমালার কোনো পরিশিষ্ট;

(ড) "**ফরম**" অর্থ পরিশিষ্ট-২ এ উল্লিখিত কোনো ফরম;

(ঢ) "**বালুমহাল**" অর্থ পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আহরণযোগ্য বা উত্তোলনযোগ্য বালু বা মাটি সংরক্ষিত রহিয়াছে এইরূপ কোনো সরকারি মালিকানাধীন উন্মুক্ত স্থান, চা বাগানের ছড়া বা নদীর তলদেশ যাহা এই আইনের অধীন বালুমহাল হিসাবে ঘোষিত;

(ণ) "**বিআইডব্লিউটিএ**" অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **বালুমহাল প্রাক-জরিপ এবং বালুমহাল ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনা।**—(১) জেলা প্রশাসক, বালুমহাল চিহ্নিতকরণের নিমিত্ত,—

(ক) রাজস্ব অফিসার অথবা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মাধ্যমে সম্ভাব্য এলাকা পরিদর্শন করাইয়া ট্রেসম্যাপ ও তফসিলসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন;

(খ) নৌ-বন্দরের সীমানার বাহিরে বিআইডব্লিউটিএ এর নিয়ন্ত্রিত নৌ-পথে বা উক্ত নৌ-পথের সীমানার বাহিরে অবস্থিত অন্যান্য সাধারণ নৌ-পথে উত্তোলনযোগ্য বালু বা মাটির মজুত পরিদৃষ্ট হইলে, বিআইডব্লিউটিএ এর মাধ্যমে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ করাইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসংগত কোনো কারণে, বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সম্পাদন করা সম্ভব না হইলে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অথবা অন্য কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীনস্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক জরিপ সম্পন্ন করা যাইবে।

(২) সহকারী কমিশনার (ভূমি), সরকারি মালিকানাধীন উন্মুক্ত স্থান, চা-বাগান বা পাহাড়ি এলাকার ছড়া হইতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে, ড্রেজিং এলাকা চিহ্নিত করিয়া অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশসহ প্রস্তাবিত হাইড্রোগ্রাফিক এলাকার তফসিল ও মৌজা ম্যাপ সংযুক্ত করিয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সুপারিশসহ, জেলা প্রশাসকের নিকট স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(৩) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য উহা জেলা কমিটির সভায় উপস্থাপন করিবেন এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত এলাকা বালুমহাল হিসাবে ঘোষণাযোগ্য বিবেচিত হইলে, উহার স্বপক্ষে যৌক্তিকতা উল্লেখ করিয়া অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় কমিশনার বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।

(৪) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী কোনো প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিবেশ, পাহাড় ধস, ভূমিধস অথবা নদী বা খালের পানির স্রোতের গতিপথ পরিবর্তন, সরকারি স্থাপনা (যেমন- ব্রিজ, কালভার্ট, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প-কারখানা, রাস্তাঘাট, ফেরিঘাট, হাট-বাজার, চা-বাগান, নদীর বাঁধ, ইত্যাদি), আবাসিক এলাকা এবং কৃষি জমির কোনো ক্ষতি হইবে কি না তদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করিবেন।

(৫) বিভাগীয় কমিশনার, উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোনো প্রস্তাব প্রাপ্ত হইলে,—

(ক) প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সন্তুষ্ট হইলে, ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে উহা অনুমোদন করিবেন, অথবা, সন্তুষ্ট না হইলে, সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ, তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনঃপ্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত উহা জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরত প্রদান করিবেন; অথবা

(খ) সংশ্লিষ্ট এলাকা স্বয়ং বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোনো কর্মচারীর মাধ্যমে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সন্তুষ্ট হইলে, ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে উহা অনুমোদন করিবেন, অথবা, সন্তুষ্ট না হইলে, সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ, তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনঃপ্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত উহা জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরত প্রদান করিবেন।

(৬) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রেরিত প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদন লাভ করিলে, জনস্বার্থে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা বালুমহাল ঘোষণা করিয়া উহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনের কপি ভূমি মন্ত্রণালয় এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করিবেন।

(৭) বালুমহাল ঘোষণার কারণে কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি উক্ত ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, আপত্তি উত্থাপনপূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(৮) ভূমি মন্ত্রণালয়, উপ-বিধি (৭) এর অধীন কোনো দরখাস্ত প্রাপ্ত হইলে, বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও, প্রয়োজনে, সরেজমিন যাচাইপূর্বক, জনস্বার্থ বিবেচনায়, আইন ও এই বিধিমালার আলোকে ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে, বিষয়টি সর্ম্পকে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) ঘোষিত বালুমহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে এবং, বিলুপ্ত ঘোষণা না করা পর্যন্ত, প্রতি বৎসর, এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী, বালু বা মাটি উত্তোলনের জন্য উহা ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(১০) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (৯) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে, ইজারা প্রদান কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(১১) উপ-বিধি (৯) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইজারা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বালুমহাল হইতে খাস আদায় করা যাইবে, কিংবা সরকারি উন্নয়ন কাজের প্রয়োজনে বালু বা মাটি উত্তোলন করিয়া ব্যবহার করা যাইবে।

(১২) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মৎস্য অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষিত স্থানকে বালু বা মাটি উত্তোলনের নিমিত্ত বালুমহাল ঘোষণা করা বা ইজারা প্রদান করা যাইবে না অথবা উক্ত স্থান হইতে খাস আদায় করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত স্থানকে বালুমহাল ঘোষণা করা বা ইজারা প্রদান করা কিংবা উক্ত স্থান হইতে খাস আদায় করা একান্তই অপরিহার্য বিবেচিত হইলে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

(১৩) জেলা প্রশাসক, কোনো বালুমহালের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ পরিচালনার প্রয়োজন হইলে, এতদুদ্দেশ্যে কোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ব্যয় বিবরণীসহ উহার সুপারিশ, বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে, ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন এবং ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব যাচাই করিয়া, সংশ্লিষ্ট খাতে বাজেট থাকা সাপেক্ষে, অর্থ প্রদান করিবে।

৪। **ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি, ইত্যাদি।**—(১) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক হইলে, তিনি যে জেলার বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক হইবেন, তাহাকে সেই জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর, পরিশিষ্ট-১ এ উল্লিখিত কাগজপত্রসহ তালিকাভুক্তির শ্রেণি উল্লেখ করিয়া, ফরম-১ অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে।

(২) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য উহা জেলা কমিটির সভায় উপস্থাপন করিবেন এবং জেলা কমিটি সেই মোতাবেক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৩) জেলা প্রশাসক, জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে এবং তালিকাভুক্তির ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে, বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুতের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং সেই মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ফরম-২ অনুযায়ী তালিকাভুক্তির সনদ প্রদান করিবেন।

(৪) বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য প্রথম শ্রেণিতে তালিকাভুক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট জেলার যেকোনো বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের যোগ্য হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কেবল সংশ্লিষ্ট জেলার উন্মুক্ত স্থান বা ছড়ার মধ্যস্থিত বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের যোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একাধিক জেলার বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক হইলে, তাহাকে সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহেও শ্রেণি অনুযায়ী তালিকাভুক্ত হইতে হইবে।

(৫) এই বিধির অধীন সকল তালিকাভুক্তি ১ বৈশাখ হইতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত এক বৎসর মেয়াদি হইবে এবং বৎসর ওয়ারি উহা নবায়ন করিতে হইবে।

(৬) প্রতি বৎসর ১ শ্রাবণ হইতে ৩১ আশ্বিন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে, ক্ষেত্রমত, তালিকাভুক্তির আবেদন ও তালিকাভুক্তির সনদ নবায়নের জন্য আবেদন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের পর, ক্ষেত্রমত, তালিকাভুক্তির বা তালিকাভুক্তির সনদ নবায়নের বিলম্ব আবেদন ফি প্রদানপূর্বক ১৫ কার্তিক পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট আবেদন করা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তালিকাভুক্তির সনদ নবায়ন করা না হইলে সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে।

(৭) এই বিধির অধীন তালিকাভুক্তি ও তালিকাভুক্তির সনদ নবায়নের ক্ষেত্রে, পরিশিষ্ট-১ এ উল্লিখিত হারে সরকারের নির্দিষ্ট খাতে, ক্ষেত্রমত, প্রযোজ্য তালিকাভুক্তি ফি, তালিকাভুক্তির সনদ নবায়ন ফি ও বিলম্ব আবেদন ফি পরিশোধ করিতে হইবে।

(৮) জেলা প্রশাসন, এই বিধির অধীনে তালিকাভুক্ত সকল ব্যক্তিকে, ক্ষেত্রমত, নবায়ন সাপেক্ষে, বৎসরভিত্তিক তালিকাভুক্তির ক্রম ও শ্রেণি অনুযায়ী রেজিস্টারভুক্ত রাখিবে এবং তালিকাভুক্তির সনদে সংশ্লিষ্ট বৎসর, ক্রম ও শ্রেণির উল্লেখ থাকিবে।

(৯) তালিকাভুক্তির রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় প্রতিটি অন্তর্ভুক্তি লিপিবদ্ধপূর্বক রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর উহাতে স্বাক্ষর করিবেন এবং তালিকাভুক্তির সনদে জেলা প্রশাসক বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাক্ষর করিবেন।

(১০) তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনো ইজারাগ্রহীতা আইনের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী যথাসময়ে সরকারের নির্দিষ্ট খাতে ইজারামূল্য, ইজারামূল্যের উপর নির্দিষ্ট আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর জমা প্রদান না করিলে অথবা ইজারা-চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গের কারণে কালো তালিকাভুক্ত হইলে, তিনি কোনো জেলাতেই বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের যোগ্য বিবেচিত হইবেন না এবং এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণ করিলেও তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(১১) তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি আইনের ধারা ১৪ অনুযায়ী কালো তালিকাভুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তালিকাভুক্তির রেজিস্টারের মন্তব্য কলামে সংক্ষিপ্তভাবে কালো তালিকাভুক্তির কারণ, মেয়াদ ও কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(১২) তালিকাভুক্তির সনদ হারাইয়া গেলে এখতিয়ারাধীন থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করিয়া জিডির কপিসহ, অথবা তালিকাভুক্তির সনদ বিনষ্ট হইয়া গেলে উক্ত কপিসহ, ডুপ্লিকেট কপির জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(১৩) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (১২) এর অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট আবেদনের যৌক্তিকতা যাচাইপূর্বক ১৫ (পনেরো) কর্মদিবসের মধ্যে, ডুপ্লিকেট সনদ বাবদ পরিশিষ্ট-১ এ উল্লিখিত ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে, ডুপ্লিকেট সনদ ইস্যু করিবেন।

৫। **বালুমহাল ইজারার মেয়াদ ও ইজারা প্রদান কার্যক্রম**।—(১) বালুমহাল ইজারা প্রদানের মেয়াদ হইবে এক ইজারা বৎসর তথা প্রতি বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ হইতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত।

(২) যে ইজারা-বৎসরের জন্য বালুমহাল ইজারা প্রদান করা হইবে, সেই ইজারা-বৎসরের পূর্ববর্তী বৎসরের ১ অগ্রহায়ণ হইতে ৩০ চৈত্র তারিখের মধ্যে ইজারা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো ইজারা-বৎসরের জন্য বালুমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের ১ অগ্রহায়ণ তারিখ হইতে কার্যক্রম আরম্ভ করিবেন এবং তদলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বালুমহালের বিবরণ ও ইজারা প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) বিভাগীয় কমিশনার, উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রস্তাব প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসককে সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব অনুমোদনের সিদ্ধান্ত অথবা অন্য কোনো নির্দেশনা থাকিলে উহা অবহিত করিবেন।

(৫) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইজারা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, জেলা প্রশাসকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, বিভাগীয় কমিশনার উহা সম্পন্নের সময়সীমা প্রাথমিকভাবে ২১ (একুশ) দিন এবং তৎপরবর্তী আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিসংগত সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৬। **দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারি, দরপত্র দাখিল, চূড়ান্তকরণ ও ইজারাকৃত বালুমহালের দখল প্রদান**।—(১) জেলা প্রশাসক, বালুমহাল ইজারা প্রদানের নিমিত্ত, এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, দরপত্র জারি ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ইজারামূল্য ১-১০ লক্ষ টাকা হইলে স্থানীয় পত্রিকায় এবং ১০ (দশ) লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে হইলে একটি জাতীয় ও একটি স্থানীয় বহুল প্রচারিত পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটেও উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেনো, দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়ের অন্যূন ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, পৌরসভা কার্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং উপজেলা ভূমি অফিসে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি টাঙ্গাইয়া প্রচার করিতে হইবে।

(৩) জেলা কমিটি, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারির পূর্বে, সংশ্লিষ্ট বালুমহালের বালুর গুণগত মান, পরিমাণ, বাজার মূল্য, পরিবহণ সুবিধা, উত্তোলন ব্যয়, ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বালুমহালের সরকারি ইজারামূল্য নির্ধারণ করিবে।

(৪) জেলা কমিটি, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা অনুসারে বালুমহালের মূল্যমানের উপর ভিত্তি করিয়া, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে, শিডিউলের মূল্য নির্ধারণ করিবে।

(৫) জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট বালুমহাল ইজারার দরপত্র ফরম বিক্রয় ও দরপত্র দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) তালিকাভুক্তির হালনাগাদ সনদ ব্যতীত কেহ বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৭) প্রত্যেক দরদাতাকে তাহাদের উদ্ধৃত দরের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) অর্থ জামানত হিসাবে, জেলা প্রশাসকের অনুকূলে, ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে দরপত্রের সহিত জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৮) জেলা কমিটি, প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ আইন ও এই বিধিমালার আলোকে যাচাই-বাছাইপূর্বক, রেসপনসিভ দরদাতাগণের মধ্য হইতে সর্বোচ্চ দরদাতা নির্বাচন করিবে, যাহার অনুকূলে জেলা প্রশাসক ইজারার কার্যাদেশ প্রদান করিবেন।

(৯) উপ-বিধি (৮) এর অধীনে প্রদত্ত কার্যাদেশে নির্বাচিত ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিতব্য সমুদয় অর্থের উল্লেখ থাকিবে এবং তাহাকে কার্যাদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর, আয়কর এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য করসহ উক্ত অর্থ সরকারের নির্দিষ্ট খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(১০) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (৯) এ উল্লিখিত অর্থ পরিশোধের পর, পরবর্তী ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে, ক্ষেত্রমত, **ফরম-৩** বা **ফরম-৪** অনুযায়ী ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত উপযুক্ত মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক তৎকর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার মাধ্যমে ইজারাগ্রহীতাকে সরেজমিন সংশ্লিষ্ট বালুমহালের দখল বুঝাইয়া দিবেন।

(১১) ইজারাগ্রহীতা, উপ-বিধি (১০) এর অধীন দখল বুঝিয়া পাইবার পর, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে অবহিত করিয়া ইজারা চুক্তিতে উল্লিখিত বালু বা মাটি উত্তোলন কার্যক্রম আরম্ভ করিবেন।

(১২) ইজারাগ্রহীতা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর, আয়কর এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য করসহ কার্যাদেশে উল্লিখিত সমুদয় অর্থ পরিশোধ না করিলে, জেলা প্রশাসক, ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক জমাকৃত জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্তসহ সংশ্লিষ্ট ইজারার কার্যাদেশ বাতিল করিবেন এবং উক্তক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বালুমহাল পুনরায় ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ বা পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি জেলা কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

(১৩) জেলা প্রশাসক, জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে, পর পর দুইটি ইজারা দরপত্র আহ্বানের পরও উপ-বিধি (৩) এর অধীন নির্ধারিত সরকারি ইজারামূল্য পাওয়া না গেলে, তৃতীয়বার দরপত্র আহ্বান করিয়া সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারা প্রদানের জন্য বিবেচনা করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তৃতীয় বারের সর্বোচ্চ দর প্রথম ও দ্বিতীয় বারের সর্বোচ্চ দর অপেক্ষা কম হইলে উক্ত সকল দরসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ রেসপনসিভ দরদাতাদেরকে দরের ক্রমানুযায়ী পর্যায়ক্রমে ইজারা গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, বিবেচ্যক্ষেত্রে কোনো দরদাতাই ইজারা গ্রহণে আগ্রহী না হইলে, জেলা প্রশাসক, জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, পুনরায় দরপত্র আহ্বান করিবেন অথবা খাস আদায় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(১৪) বৎসরের যে সময়েই বালুমহাল ইজারা এবং উহার দখল প্রদান করা হউক না কেন, সংশ্লিষ্ট ইজারার মেয়াদ ৩০ চৈত্র তারিখে সমাপ্ত হইবে।

(১৫) ইজারাগ্রহীতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে, বালু বা মাটি উত্তোলন করিতে না পারিলেও, কোনো অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(১৬) কোনো ইজারা-বৎসরে কোনো বালুমহাল ইজারা প্রদানের পূর্বে কোনো সময়ের জন্য খাস আদায় করা হইলে, সংশ্লিষ্ট অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে ইজারা-বৎসরের অবশিষ্ট সময়ের জন্য ইজারামূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(১৭) আইন ও এই বিধিমালার বিধান আনুযায়ী কোনো ইজারা বাতিল করা হইলে, জেলা প্রশাসক, আইন ও এই বিধিমালা অনুযায়ী, ইজারা বাতিলকৃত বালুমহাল পুনরায় ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(১৮) ইজারার মেয়াদ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বালুমহালের ওপর সংশ্লিষ্ট ইজারাগ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হইবে এবং তাহাকে বালুমহালে থাকা তাহার সকল স্থাপনা, যন্ত্রপাতি, যানবাহন ও স্তূপীকৃত বালু অপসারণপূর্বক নিষ্কণ্টক ও নির্দায় অবস্থায় জেলা প্রশাসক তথা সরকারের নিকট দখল হস্তান্তর করিতে হইবে।

(১৯) ইজারা প্রদানের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ ও, ক্ষেত্রমত, বাজেয়াপ্তকৃত জামানত, প্রদত্ত করাদি ব্যতীত, বালুমহাল ইজারা-সংক্রান্ত নির্ধারিত কোডে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৭। **ইজারাকৃত বালুমহালের বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি**।—(১) ইজারাগ্রহীতা, ক্ষেত্রমত, বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) বা (২) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সার্ভে রিপোর্ট ও চার্ট অনুসরণক্রমে, ইজারাকৃত বালুমহাল হইতে বালু বা মাটি উত্তোলন কার্যক্রম আরম্ভ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বালু বা মাটি উত্তোলন কার্যক্রম আরম্ভের ন্যূনতম ৭ (সাত) দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে উক্ত কার্যক্রম আরম্ভ করিবার বিষয়ে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(২) হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রণীত চার্টে বর্ণিত জলপথের তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে, যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ সাপেক্ষে, সুইং পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া নদীর তলদেশ খনন করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নদীর তলদেশ বাধ্যতামূলকভাবে সুষম স্তরে খনন করিতে হইবে।

(৩) পাম্প, ড্রেজিং বা অন্য কোনো অননুমোদিত পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ বালি বা মাটি কিংবা ইজারাকৃত এলাকার বাহিরে বা নদীর তীর-সংলগ্ন স্থান হইতে বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাইবে না।

(৪) এমন কোনোভাবে বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাইবে না, যাহাতে নদীর তীরবর্তী স্থানে ভাঙনের সৃষ্টি হয় এবং ফসলি জমি, গাছপালা, ঘরবাড়ি, ইত্যাদি নদীগর্ভে বিলীন হইবার উপক্রম ঘটে।

(৫) উত্তোলিত বালু বা মাটি ইজারাগ্রহীতার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্থানে ফেলিতে হইবে এবং কোনো অবস্থাতেই উহা নদী, খাল, বিল, হাওড় কিংবা নদীর ফোরশোর, ইত্যাদিতে ফেলা যাইবে না।

(৬) জেলা কমিটি, উপ-বিধি (৫) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উত্তোলিত বালু বা মাটি ফেলিবার স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট স্থান ও তৎসংলগ্ন এলাকার মাটি, বায়ু, পানি এবং শব্দ দূষণসহ জীববৈচিত্র্য যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহা বিবেচনায় লইবে।

(৭) ইজারাগ্রহীতা, ড্রেজিংকালে নিজস্ব উদ্যোগে ও পদ্ধতিতে অর্জিত গভীরতা পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে পোস্ট-ড্রেজিং নির্ধারিত গভীরতা অর্জিত হইয়াছে মর্মে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করিয়া বিআইডব্লিউটিএ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা অন্য কোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিকট হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ করিবার আবেদন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পোস্ট হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের খরচ ইজারাগ্রহীতাকে বহন করিতে হইবে।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, ক্ষেত্রমত, বিআইডব্লিউটিএ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার হাইড্রোগ্রাফিক শাখা প্রি-ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের ন্যায় একই পদ্ধতিতে প্রকৌশলী, ইজারাগ্রহীতা এবং জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ড্রেজিংকৃত এলাকায় পোস্ট-ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সম্পন্ন করিবে এবং প্রি-ড্রেজিং ও পোস্ট-ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের চার্টসমূহ একই স্কেলে (১:১০০০) ১০০ মিটার সাউন্ডিং ইন্টারভ্যালে প্রস্তুত করিবে।

(৯) ড্রেজিং এলাকায় প্রতিটি সাউন্ডিং পয়েন্টকে চুক্তিকৃত সর্বনিম্ন গভীরতা অর্জন করিতে হইবে এবং ইহা নিশ্চিত করিবার জন্য ভরাট এলাকায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিসহ, ক্ষেত্রমত, বিআইডব্লিউটিএ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা অন্য কোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ও ইজারাগ্রহীতার প্রতিনিধি সমন্বয়ে যৌথ পোস্ট-ওয়ার্ক সোর জরিপ করিতে হইবে।

(১০) পোস্ট-ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ চার্ট, ক্ষেত্রমত, বিআইডব্লিউটিএ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বা অন্য কোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে, তবে উক্ত জরিপ চার্ট অনুমোদন না হওয়া বা অন্য কোনো কারণে ইজারার মেয়াদকালে ইজারাচুক্তির শর্তানুসারে বালু বা মাটি উত্তোলন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যাইবে।

(১১) জেলা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বালু বা মাটি উত্তোলন কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করিবে এবং উক্ত তদারকি ও পর্যবেক্ষণকালে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের সুপারিশ অনুসারে বালু ও মাটি উত্তোলন বা ড্রেজিং কার্য নির্দিষ্ট পরিমাণে হইতেছে কি না, উক্ত কার্যক্রমের ফলে নদীপথ বা নদীর গতি-প্রকৃতির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়িতেছে কি না এবং উহার ফলে জলজ কিংবা স্থলজ পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত বা জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন হইতেছে কি না তাহা বিবেচনা করিবে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় কারিগরি বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এতদ্‌বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিবে।

(১২) ইজারাগ্রহীতা, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বালু বা মাটি উত্তোলন বা পরিবহণ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি বা কোনো বিশেষ প্রয়োজনে, জেলা প্রশাসকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে, রাত্রিকালে বালু বা মাটি উত্তোলন ও পরিবহণ করা যাইবে।

৮। **ইজারা বাতিল, কালো তালিকাভুক্তকরণ ও আপিল**।—(১) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১২)-তে উল্লিখিত কোনো কারণে কোনো ইজারার কার্যাদেশ বাতিল করা হইলে, জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট দরদাতার জামানত বাবদ গৃহীত সমুদয় অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ইজারাগ্রহীতাকে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে, গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দরদাতাকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত দরদাতার নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও ক্ষেত্রমত, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নাম, প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া বিষয়টি বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ পত্রের মাধ্যমে সকল জেলার জেলা প্রশাসককে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) বালুমহালের দখল বুঝিয়া পাইবার পর কোনো ইজারাগ্রহীতা ইজারা চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ বা লঙ্ঘন করিলে এবং বিষয়টি গুরুত্বর প্রকৃতির হইলে, জেলা প্রশাসক, ৩ (তিন) কর্মদিবস সময় প্রদান করিয়া উক্ত ইজারাগ্রহীতাকে চুক্তির শর্ত ভঙ্গের বা লঙ্ঘনের বিষয়ে জবাব দাখিলের জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে অথবা নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও জবাব দাখিল করা না হইলে, জেলা প্রশাসক, ইজারা চুক্তি বাতিল করত ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক জমাকৃত জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবেন এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইজারাগ্রহীতাকে, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য, কালো তালিকাভুক্তকরণসহ তাহার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত অন্য যেকোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে ইজারাগ্রহীতাকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) কোনো দরদাতা বা ইজারাগ্রহীতা এই বিধির অধীন কালো তালিকাভুক্ত হইলে, তাহার তালিকাভুক্তির সনদ কালো তালিকাভুক্তির তারিখ হইতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং কালো তালিকাভুক্তির মেয়াদকালে তাহার নামে পুনরায় তালিকাভুক্তির সনদ ইস্যু করা যাইবে না।

(৭) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (৪) এর অধীন জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, বালুমহালের দখল বুঝিয়া পাইয়াছিলেন এইরূপ ইজারাগ্রহীতার ক্ষেত্রে, ইজারা চুক্তি বাতিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক যে পরিমাণ বালু বা মাটি উত্তোলন করা হইবে, তাহাকে সেই পরিমাণ বালু বা মাটির জন্য হারাহারি ইজারামূল্য কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট ইজারামূল্য ফেরত প্রদান করিবেন।

(৮) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (৭) এর অধীন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে, ইজারাগ্রহীতার বক্তব্য এবং এতদুদ্দেশ্যে পরিচালিত অনুসন্ধান রিপোর্ট বিবেচনায় লইবেন।

(৯) এই বিধির অধীনে প্রদত্ত কোনো আদেশ বা ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কোনো ইজারাগ্রহীতা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি সংশ্লিষ্ট আদেশ বা ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে, আদেশ প্রাপ্তির বা ব্যবস্থা গ্রহণের ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে, বিভাগীয় কমিশনার বরাবর আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(১০) উপ-বিধি (৯) এর অধীনে আপিল দায়ের করা হইলে, আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, সংশ্লিষ্ট বালুমহালের ইজারাসংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত থাকিবে।

(১১) বিভাগীয় কমিশনার, উপ-বিধি (৯) এর অধীনে কোনো আপিল দায়ের করা হইলে, আপিলকারী এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা তাহার প্রতিনিধিকে শুনানিতে উপস্থিত থাকিবার জন্য নোটিশ প্রদান করতঃ তাহাদের শুনানী গ্রহণ করিয়া, ২০ (বিশ) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আপিল নিষ্পত্তি করিবেন, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১২) কোনো ইজারাগ্রহীতা তাহার কালো তালিকাভুক্তির আদেশের বিরুদ্ধে আপিল না করিলে কিংবা আপিলে কালো তালিকাভুক্তির আদেশ বহাল থাকিলে, জেলা প্রশাসক উক্তরূপ কালো তালিকাভুক্তির কারণ ও মেয়াদ উল্লেখপূর্বক প্রজ্ঞাপন জারি করিয়া সংশ্লিষ্ট কালো তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিয়া সকল জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট উহার কপি প্রেরণ করিবেন।

৯। **বালুমহাল বিলুপ্তকরণ।**—(১) জেলা প্রশাসক, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সরেজমিন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, জেলা কমিটির সভায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক, বিভাগীয় কমিশনারের নিকট কোনো বালুমহাল বিলুপ্ত ঘোষণা করিবার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) কোনো বালুমহালে উত্তোলনযোগ্য বালু বা মাটি না থাকিলে;

(খ) বালু বা মাটি উত্তোলন করিবার ফলে পরিবেশ, প্রতিবেশ বা জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হইবার আশংকা থাকিলে, অথবা সরকারি বা বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশংকা থাকিলে, অথবা জনস্বাস্থ্য বা জনস্বার্থ বিঘ্নিত হইবার আশংকা থাকিলে; অথবা

(গ) উত্তোলিত বালু বা মাটি পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি রাস্তা না থাকিলে, অথবা রাস্তা না থাকিলে ইজারাগ্রহীতা স্বীয় উদ্যোগে বা স্বীয় অর্থায়নে সংশ্লিষ্ট রাস্তা তৈরি করিতে সম্মত না হইলে অথবা সরকারি রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে এবং ইজারাগ্রহীতা স্বীয় উদ্যোগে বা স্বীয় অর্থায়নে সংশ্লিষ্ট রাস্তা মেরামত করিতে সম্মত না হইলে।

(২) বিভাগীয় কমিশনার, উপ-বিধি (১) এর অধীন বালুমহাল বিলুপ্ত ঘোষণা সম্পর্কিত কোনো প্রস্তাব প্রাপ্ত হইলে,—

(ক) প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সন্তুষ্ট হইলে, ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে, উহা অনুমোদন করিবেন অথবা, সন্তুষ্ট না হইলে, সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ, তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, পুনঃপ্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত উহা জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরত প্রদান করিবেন; অথবা

(খ) সংশ্লিষ্ট এলাকা স্বয়ং বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কোনো কর্মচারীর মাধ্যমে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সন্তুষ্ট হইলে, ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে, উহা অনুমোদন করিবেন অথবা, সন্তুষ্ট না হইলে, সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ, তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, পুনঃপ্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত উহা জেলা প্রশাসকের নিকট ফেরত প্রদান করিবেন।

(৩) জেলা প্রশাসক, বালুমহাল বিলুপ্ত ঘোষণা সম্পর্কিত কোনো প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদন লাভ করিলে, জনস্বার্থে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সংশ্লিষ্ট বালুমহাল বিলুপ্ত ঘোষণা করিয়া উহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবেন।

(৪) কোনো বালুমহাল বিলুপ্ত ঘোষণার কারণে কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি উক্তরূপ ঘোষণার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি উত্থাপনপূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন।

(৫) ভূমি মন্ত্রণালয়, উপ-বিধি (৪) এর অধীন কোনো দরখাস্ত প্রাপ্ত হইলে, বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও, প্রয়োজনে, সরেজমিন যাচাইপূর্বক, জনস্বার্থ বিবেচনায়, আইন ও এই বিধিমালার আলোকে ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে বিষয়টি সর্ম্পকে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। **ইজারাবহির্ভূত বালুমহাল হইতে সরকারি রাজস্ব আদায় কার্যক্রম।**—(১) কোনো বালুমহাল ইজারা প্রদান করা সম্ভব না হইলে, উক্ত ইজারাবহির্ভূত বালুমহাল হইতে সরকারি রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে, খাস আদায়ের মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব আদায় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) জেলা কমিটি, উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বালুমহালের অবস্থান, বালু ও মাটির পরিমাণ, বালু ও মাটির গুণগত মান ও পরিবহণ ব্যয় বিবেচনা করিয়া উত্তোলিতব্য বালু বা মাটির মূল্য নির্ধারণ করিবে এবং জেলা প্রশাসক সে মোতাবেক উক্ত বালু বা মাটি উত্তোলনের নিমিত্ত আবেদন করিবার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

(৩) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (২) এর অধীন জারীকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে কোনো আবেদন প্রাপ্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত উহা জেলা কমিটির সভায় উপস্থাপন করিবেন এবং প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য, সুনির্দিষ্ট পরিমাণ বালু বা মাটি, আগাম মূল্য পরিশোধের শর্তে, উত্তোলন করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৪) খাস আদায়ের মাধ্যমে বালু বা মাটি উত্তোলন কার্যক্রম তদারকি, আহরিত বালু বা মাটির পরিমাণের হিসাব সংরক্ষণ এবং জেলা প্রশাসক বরাবর নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় একটি খাস আদায় কমিটি থাকিবে, যথা:—

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপজেলা প্রকৌশলী;

(গ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা;

(ঘ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা; এবং

(চ) সহকারী কমিশনার (ভূমি), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৫) এই বিধির অধীন আদায়কৃত রাজস্ব সরকারের নির্দিষ্ট খাতে চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে।

১১। **সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উত্তোলিত বালু বা মাটি বিপণন বা বিলি-বন্দোবস্ত**।—(১) সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো নদী, নদীবন্দর, সমুদ্রবন্দর, খাল-বিল, প্রভৃতি স্থান হইতে উত্তোলিত বালু বা মাটি বিক্রয়, বিপণন বা বিলি-বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া, উত্তোলিত বালু বা মাটির পরিমাণ এবং অবস্থানের বিবরণসহ আনুষঙ্গিক তথ্যাদি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

(২) ভূমি মন্ত্রণালয়, উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট বালু বা মাটি বিক্রয়, বিপণন বা বিলি-বন্দোবস্তের নিমিত্ত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৩) জেলা কমিটি, এই বিধির অধীন বিক্রয়, বিপণন বা বিলি-বন্দোবস্তযোগ্য বালু বা মাটির পরিমান, গুণগত মান, চাহিদা, স্থানীয় বাজার দর, পরিবহণ সুবিধা, ইত্যাদি বিবেচনায় লইয়া সংশ্লিষ্ট বালু বা মাটির সরকারি মূল্য নির্ধারণ করিবে।

(৪) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (২) এর অধীন কোনো নির্দেশনা প্রাপ্ত হইলে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে, সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রকাশ্য নিলাম বা দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উক্ত বালু বা মাটি বিক্রয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করিবেন, যাহাতে বালু বা মাটি উত্তোলনকারী কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৫) ভূমি মন্ত্রণালয়, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনে বালু বা মাটির প্রয়োজন হইলে, জেলা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো নদী, নদীবন্দর, সমুদ্রবন্দর, খাল-বিল, প্রভৃতি স্থান হইতে উত্তোলিত বালু বা মাটি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণকারী বা বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে, **পরিশিষ্ট-৩** এ বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে, নির্ধারিত মূল্যে বা প্রতীকী মূল্যে ক্রয়ের অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) এই বিধির অধীন বিক্রয়, বিপণন বা বিলি-বন্দোবস্তযোগ্য বালু বা মাটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ আদায়ের ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সরকারের নির্দিষ্ট খাতে চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে।

১২। **সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বালু বা মাটি উত্তোলন**।—(১) কোনো সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনে বালু বা মাটি উত্তোলনের প্রয়োজন হইলে, প্রকল্প গ্রহণকারী বা বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে, স্বয়ং অথবা কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে, কী পরিমাণ বালু বা মাটি উত্তোলনের প্রয়োজন, বালু বা মাটি উত্তোলনের জন্য প্রস্তাবিত স্থান, বালু ভরাট বাবদ প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ, ইত্যাদি তথ্য ও কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর অধিযাচনপত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (১) এর অধীন অধিযাচনপত্র প্রাপ্তির পর, ১৫ (পনেরো) কর্মদিবসের মধ্যে উক্ত পত্রে উল্লিখিত বালু বা মাটি উত্তোলনের প্রস্তাবিত স্থান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সরেজমিন অনুসন্ধান করিয়া মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নির্দেশনা প্রাপ্তির পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) বিষয়টি সরেজমিন অনুসন্ধান করিয়া উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বালু বা মাটি উত্তোলনের জন্য প্রস্তাবিত স্থানের তফসিল, স্কেচম্যাপ ও মতামত সংবলিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে, জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) জেলা প্রশাসক, উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন ইতিবাচক বিবেচিত হইলে, সরকারি বা কোনো সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বালু বা মাটি উত্তোলনের জন্য প্রস্তাবিত স্থানের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ প্রতিবেদন সংগ্রহ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এতদুদ্দেশ্যে পরিচালিত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের ব্যয় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে বহন করিতে হইবে।

(৫) প্রকল্প গ্রহণকারী বা বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে, আইনের ধারা ৪ এর বিধান প্রতিপালনকল্পে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বালু বা মাটি উত্তোলনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) প্রকল্প গ্রহণকারী বা বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে অথবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ঠিকাদারকে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বালু বা মাটি ব্যবহার না করা, অতিরিক্ত বালু বা মাটি উত্তোলন না করা, ডিপিপিতে অর্থ বরাদ্দের সংস্থান থাকা এবং বালু বা মাটি উত্তোলনের জন্য আরোপিত শর্তসমূহ মানিয়া চলিবার বিষয়ে ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদান করিতে হইবে।

(৭) জেলা প্রশাসক, এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জেলা কমিটির মতামতসহ, সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন প্রস্তাব প্রাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক পরিশিষ্ট-৩ মোতাবেক প্রয়োজনীয় শর্তারোপ করিয়া বালু বা মাটি উত্তোলনের প্রস্তাব অনুমোদন অথবা তৎবিবেচনায় যুক্তিযুক্ত অন্য কোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৩। **ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির বালু বা মাটি উত্তোলন**।—(১) ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি হইতে বালু বা মাটি উত্তোলন করিতে হইলে, সংশ্লিষ্ট জমির মালিক বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে বালু বা মাটি উত্তোলনের প্রয়োজনীয়তা, বালু বা মাটির পরিমাণ, জমির তফসিল এবং জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্ত হইলে, আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে, আবেদনের বিষয় স্বয়ং অথবা কোনো কর্মকর্তার মাধ্যমে সরেজমিনে যাচাই করিয়া, স্বীয় বিবেচনায় সীমিত পরিসরে বালু বা মাটি উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন অথবা যুক্তিযুক্ত অন্য কোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৪। **বালু বা মাটি রপ্তানি**।—(১) বাংলাদেশ হইতে বালু বা মাটি অন্য কোনো দেশে রপ্তানি করিতে হইলে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি গ্রহণের জন্য ফরম-৫ অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) বালু বা মাটি রপ্তানির কোনো আবেদন বিবেচনাযোগ্য হইবে না, যদি না—

(ক) বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ এর বিধান অনুযায়ী উহা অনুমোদনযোগ্য হয়;

(খ) বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এই মর্মে প্রত্যয়ন প্রদান করে যে, প্রস্তাবিত স্থানের বালু বা মাটিতে কোনো ভারী খনিজ বা মূল্যবান কোনো খনিজ পদার্থ মিশ্রিত নাই;

(গ) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো অনাপত্তি প্রদান করে;

(ঘ) যেক্ষেত্রে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ প্রযোজ্য, সেইক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর এই মর্মে প্রত্যয়ন প্রদান করে যে, প্রস্তাবিত স্থান হইতে বালু বা মাটি উত্তোলন করা হইলে পরিবেশ বা প্রতিবেশের কোনো ক্ষতি সাধিত হইবে না, বা নদী ভাঙন কবলিত হইবে না, বা নদীর গতিপথ বা গঠনশৈলী পরিবর্তিত হইবে না;

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইতে অনাপত্তি প্রদান করা হয়।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্তির পর ভূমি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ উহা প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করিয়া যথাযথ বিবেচিত হইলে, পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ ও মতামত প্রদানের জন্য, উহা এতদুদ্দেশ্যে গঠিত সুপারিশ প্রদান কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, উপ-বিধি (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উপযুক্ত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে সুপারিশ প্রদান কমিটি গঠন করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন গঠিত সুপারিশ প্রদান কমিটির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) আবেদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও সক্ষমতা যাচাই করা;

(খ) বালু বা মাটি রপ্তানির অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাব পর্যালোচনা করা;

(গ) প্রতি ঘনফুট, ঘনসেন্টিমিটার, ঘনমিটার বা প্রযোজ্য অন্য কোনো এককে বালু বা মাটির মূল্য নির্ধারণ করা;

(ঘ) প্রয়োজনে, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রপ্তানির জন্য প্রস্তাবিত বালু বা মাটির নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন সংগ্রহ করা; এবং

(ঙ) রপ্তানির জন্য প্রস্তাবিত বালু বা মাটির পরিমাণ ও ফিটনেস মডিউলস্ নির্ধারণ করা।

(৬) সুপারিশ প্রদান কমিটি, উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রস্তাবিত বালু বা মাটি রপ্তানির বিষয়ে সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর উহার সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৭) ভূমি মন্ত্রণালয়, সুপারিশ প্রদান কমিটির সুপারিশ প্রাপ্তির পর, বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য উহা জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৮) জাতীয় কমিটি, সুপারিশ প্রদান কমিটির সুপারিশ, রপ্তানির জন্য প্রস্তাবিত বালু বা মাটির উৎস, রপ্তানির অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব, প্রস্তাবিত বালু বা মাটির পরিমাণ, পরিমাপের একক ও এককভিত্তিক মূল্য এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনা করিয়া, প্রয়োজনীয় শর্তারোপপূর্বক, যদি থাকে, সংশ্লিষ্ট বালু বা মাটি রপ্তানির প্রস্তাব অনুমোদন বা অননুমোদনের জন্য মতামত প্রদান করিতে পারিবে কিংবা কমিটির বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত কোনো পর্যবেক্ষণ প্রদান করিতে পারিবে।

(৯) ভূমি মন্ত্রণালয়, বালু বা মাটি রপ্তানির আবেদন জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উহা সরকার প্রধান বরাবর প্রেরণ করিবে।

১৫। **জাতীয় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি।**—(১) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) মন্ত্রী বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা, ভূমি মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(গ) সিনিয়র সচিব বা, ক্ষেত্রমত, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সিনিয়র সচিব বা, ক্ষেত্রমত, সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সিনিয়র সচিব বা, ক্ষেত্রমত, সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;

(চ) সিনিয়র সচিব বা, ক্ষেত্রমত, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়;

(ছ) সিনিয়র সচিব বা, ক্ষেত্রমত, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;

(জ) সিনিয়র সচিব বা, ক্ষেত্রমত, সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়;

(ঝ) সিনিয়র সচিব বা, ক্ষেত্রমত, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

(ঞ) সিনিয়র সচিব বা, ক্ষেত্রমত, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়;

(ট) সিনিয়র সচিব বা, ক্ষেত্রমত, সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;

(ঠ) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড;

(ড) মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর;

(ঢ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(ণ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ;

(ত) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;

(থ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;

(দ) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(ধ) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(ন) মহাপরিচালক, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর;

(প) মহাপরিচালক, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন;

(ফ) প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ; এবং

(ব) অতিরিক্ত সচিব বা, ক্ষেত্রমত, যুগ্মসচিব (সায়রাত), ভূমি মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে কেবল প্রতিমন্ত্রী থাকিলে তিনি জাতীয় কমিটির সভাপতি হইবেন।

(৩) জাতীয় কমিটির ন্যূনতম ৭ (সাত) জন সদস্যের উপস্থিতিতে উহার সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) জাতীয় কমিটি, প্রয়োজনে, যে কোনো কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের জন্য তাহাকে উহার সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

১৬। **জাতীয় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি**।—জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) বালু ও মাটি উত্তোলন কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্ভূত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো সমস্যা পর্যালোচনা ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করা;

(খ) বালু ও মাটি উত্তোলনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের মধ্যে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করা; এবং

(গ) বালু ও মাটি রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত আবেদন ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সুপারিশ পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত প্রদান করা।

১৭। **জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি**।—(১) বালুমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত সকল বিষয়ে জেলা প্রশাসককে সহায়তা করিবার জন্য, আইনের ধারা ১০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট;

(গ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব);

(ঘ) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) জেলা কৃষি অফিসার;

(চ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ;

(ছ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রতিনিধি;

(জ) বিআইডব্লিউটিএ এর একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;

(ট) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(ঠ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(ড) জেলা মৎস্য অফিসার;

(ঢ) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা, ক্ষেত্রমত, সহকারী কমিশনার (ভূমি)-গণ; এবং

(ণ) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) জেলা কমিটির ন্যূনতম ৭ (সাত) জন সদস্যের উপস্থিতিতে উহার সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) জেলা কমিটি, প্রয়োজনে, উক্ত কমিটিতে নূতন কোনো সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে এবং, প্রয়োজনে, উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট সংসদীয় এলাকার সংসদ-সদস্য জেলা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বালুমহাল একাধিক সংসদীয় এলাকার মধ্যে অবস্থিত হইলে সংশ্লিষ্ট সংসদ-সদস্যগণ উক্ত কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

১৮। **জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি**।—জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) বালু বা মাটি উত্তোলনের জন্য নির্ধারিত স্থানের তফসিল, নকশা, উত্তোলনযোগ্য বালু ও মাটির সম্ভাব্য পরিমাণ, সরকারি ইজারামূল্য এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক দরপত্র ফরম প্রস্তুতে জেলা প্রশাসককে সহায়তা প্রদান করা;

(খ) বালুমহাল ইজারার জন্য প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই ও অনুমোদন করা;

(গ) বালুমহালের এলাকা ও সীমানা হ্রাস-বৃদ্ধিকরণ সম্পর্কিত সুপারিশ প্রদানসহ বালু বা মাটি উত্তোলন সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও তৎপরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করা;

(ঘ) বালু বা মাটি উত্তোলন কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ এবং, প্রয়োজনে, বালু বা মাটি উত্তোলনের ইজারা বা, ক্ষেত্রমত, অনুমতি বাতিলের সুপারিশ করা;

(ঙ) উত্তোলিত বালু বা মাটি রাখিবার স্থান ও সময় নির্ধারণ করা;

(চ) বালু বা মাটি উত্তোলনের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব পর্যবেক্ষণ, নদীর তীরের ভাঙন রোধে গৃহীত ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং বালু বা মাটি উত্তোলনস্থলে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা;

(ছ) বালু বা মাটি উত্তোলনের ফলে পানির গুণগত মানের পরিবর্তন ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ, মৎস্য ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর উপর সৃষ্ট প্রভাব ও ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা;

(জ) মৎস্য প্রজনন সময়ে ও প্রজনন ক্ষেত্রে বালু বা মাটি উত্তোলন বন্ধ রাখিবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করা;

(ঝ) নদীর গতিপথের পরিবর্তন হইতেছে কি না, বা সেই কারণে নদীর তীরবর্তী জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে কি না, এবং নৌযান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইতেছে কি না, তাহা পর্যবেক্ষণ ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করা;

(ঞ) বালু বা মাটি উত্তোলন কার্যক্রমের ফলে বাঁধ, স্থাপনা বা সরকারি-বেসরকারি অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে কি না বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে কি না, তাহা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করা;

(ট) বিআইডব্লিউটিএ এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-সহ যেকোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নদী, নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দর, খাল-বিল, প্রভৃতি খননের কারণে বালু বা মাটি উত্তোলিত হইলে উহার পরিমাণ ও মূল্য নিরূপণ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে তাহা প্রকাশ্য নিলাম বা দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিক্রয় ও বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণে জেলা প্রশাসককে সহায়তা প্রদান করা;

(ঠ) নূতন বালুমহাল ঘোষণা ও পুরাতন বালুমহাল বিলুপ্ত ঘোষণার প্রস্তাব পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা;

(ড) ইজারাবহির্ভূত বালুমহাল এবং ইজারা না হওয়া পর্যন্ত নূতন বালুমহাল হইতে খাস আদায়ে জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা; এবং

(ঢ) আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৮) এর বিধান মোতাবেক বালুমহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক কোনো নির্দেশনা জারি করা হইলে তাহা বাস্তবায়ন করা।

১৯। **অনলাইন পদ্ধতি প্রবর্তন**।—সরকার, যতদ্রুত সম্ভব, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনার জন্য অনলাইন পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশমালা জারি করিতে পারিবে।

২০। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ।**—বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এবং এই বিধিমালার কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা অপসারণ করিতে পারিবে।

২১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত বিধিমালার অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্যক্রম, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্য এই বিধিমালার অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত কোনো কার্যক্রম বা সূচিত কোনো কার্য অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই;

(গ) ঘোষিত বালুমহাল এইরূপে বহাল থাকিবে যেন উহা এই বিধিমালার অধীন চিহ্নিত, ঘোষিত ও প্রকাশিত হইয়াছে; এবং

(ঘ) বিদ্যমান তালিকাভুক্তি ও প্রদত্ত ইজারা উহার অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

২২। **বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই বিধিমালার বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রধান্য পাইবে।

পরিশিষ্ট-১

[বিধি ৪(১), ৪(৭) ও ৪(১৩) দ্রষ্টব্য]

বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য তালিকাভুক্তির ও তালিকাভুক্তির সনদ নবায়নের আবেদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, এবং তালিকাভুক্তি ফি, তালিকাভুক্তির সনদ নবায়ন ফি, তালিকাভুক্তির ডুপ্লিকেট সনদ ফি ও বিলম্ব আবেদন ফি

ক্রমিক নং	প্রথম শ্রেণিতে তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে (জেলাধীন সকল প্রকার বালুমহালের জন্য)	দ্বিতীয় শ্রেণিতে তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে (উন্মুক্ত স্থান বা ছড়ার মধ্যস্থিত বালুমহালের জন্য)
(১)	(২)	(৩)
১।	ট্রেড লাইসেন্স।	ট্রেড লাইসেন্স।
২।	করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ও সর্বশেষ আয়কর পরিশোধের প্রমাণপত্র।	জাতীয় পরিচয়পত্র (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানের)।
৩।	ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট।	পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি ৩ (তিন) কপি (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানের)।
৪।	মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন সনদ।	তালিকাভুক্তি ফি = ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা।
৫।	জাতীয় পরিচয়পত্র (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানের)।	তালিকাভুক্তির সনদ নবায়ন ফি = ১,০০০ (এক হাজার) টাকা।
৬।	ড্রেজারের মালিকানার প্রমাণপত্র, বা উহা ভাড়ায় সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্রে, যাহার নিকট হইতে ভাড়ায় গ্রহণ করা হইবে তাহার মালিকানার প্রমাণপত্র ও প্রত্যয়নপত্র।	তালিকাভুক্তি ও তালিকাভুক্তির সনদ নবায়নের বিলম্ব আবেদন ফি = ২০০ (দুইশত) টাকা।
৭।	পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি ৩ (তিন) কপি (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানের)।	তালিকাভুক্তির ডুপ্লিকেট সনদ ফি = ১,০০০ (একহাজার) টাকা।
৮।	তালিকাভুক্তি ফি = ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা।	
৯।	তালিকাভুক্তির সনদ নবায়ন ফি = ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা।	
১০।	তালিকাভুক্তির ও তালিকাভুক্তির সনদ নবায়নের বিলম্ব আবেদন ফি = ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।	
১১।	তালিকাভুক্তির ডুপ্লিকেট সনদ ফি = ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা।	

পরিশিষ্ট-২

ফরম-১
[বিধি ৪(১) দ্রষ্টব্য]

অফিস কর্তৃক পূরণীয়
আবেদনপত্র গ্রহণের ক্রমিক: -------
তারিখ: --------------------

বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের নিমিত্ত তালিকাভুক্তির আবেদন

বরাবর
জেলা প্রশাসক,
---।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মানপূর্বক আপনার জেলায় বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের নিমিত্ত তালিকাভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি আপনার সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করিলাম, যথা:—

(১)	আবেদনকারীর নাম	:	
(২)	মাতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
(৩)	পিতা/স্বামীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
(৪)	আবেদনকারীর বর্তমান ঠিকানা	:	
(৫)	আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানা	:	
(৬)	মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধন নম্বর (যদি থাকে)	:	
(৭)	ট্রেড লাইসেন্স নম্বর (যদি থাকে)	:	
(৮)	করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)	:	
(৯)	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানের)	:	
(১০)	টেলিফোন/মোবাইল নম্বর	:	
(১১)	ই-মেইল ঠিকানা	:	
(১২)	কোন্ শ্রেণির তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করা হইতেছে	:	

২। উপর্যুক্ত তথ্যাদি যাচাইপূর্বক আমাকে আপনার জেলায় অবস্থিত বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ....শ্রেণিতে তালিকাভুক্ত করতঃ তালিকাভুক্তির সনদ প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানানো হইল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
তারিখ :

আবেদনপত্র গ্রহণের রসিদ

আবেদনকারীর নাম:
ঠিকানা:
আবেদনপত্র গ্রহণের ক্রমিক: ....,
তারিখ: ....

গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও সিল

ফরম-২
[বিধি ৪(৩) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
....

বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য তালিকাভুক্তির সনদ

স্মারক নম্বর : .... **তারিখ :** ....

(১)	তালিকাভুক্তির জেলা	:	
(২)	তালিকাভুক্তির নম্বর	:	
(৩)	তালিকাভুক্তির তারিখ	:	
(৪)	তালিকাভুক্তির ক্রম	:	
(৫)	তালিকাভুক্তির শ্রেণি	:	
(৬)	তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম	:	
(৭)	মাতার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
(৮)	পিতা/স্বামীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
(৯)	বর্তমান ঠিকানা	:	
(১০)	স্থায়ী ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
(১১)	করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)	:	
(১২)	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানের)	:	
(১৩)	টেলিফোন/মোবাইল নম্বর (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানের)	:	
(১৪)	ই-মেইল ঠিকানা	:	
(১৫)	সনদগ্রহীতার নমুনা স্বাক্ষর	:	

বি.দ্র. এই সনদের মেয়াদ .... বঙ্গাব্দের ৩০ চৈত্র তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকিবে এবং উক্ত বঙ্গাব্দের ১ শ্রাবণ হইতে ৩১ আশ্বিন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বা, ক্ষেত্রমত, ১৫ কার্তিক সময়ের মধ্যে, এই সনদ নবায়ন করা না হইলে সনদটি অকার্যকর হইবে।

জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর

ফরম-৩

[বিধি ৬(১০) দ্রষ্টব্য]

<u>উন্মুক্ত স্থান বা ছড়ার মধ্যস্থিত বালুমহাল হইতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ইজারা চুক্তি</u>

এই ইজারা চুক্তিপত্র ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা প্রশাসক, জেলা --------------------------------(অতঃপর ইজারাদাতা বলিয়া অভিহিত হইবে)

----------- **প্রথম পক্ষ**

এবং

--, পিতা/স্বামী ---------------------------------------, বর্তমান ঠিকানা -------------------------------------, পেশা .... (অতঃপর ইজারাগ্রহীতা বলিয়া অভিহিত হইবে)

----------- **দ্বিতীয় পক্ষ**

এর মধ্যে ------------------------- সনের ---------------- মাসের ----------------- তারিখে সম্পাদিত হইল:

যেহেতু ইজারাদাতা (প্রথম পক্ষ) বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধান মোতাবেক ------------------------- জেলায় অবস্থিত নিম্ন তফসিলভুক্ত বালুমহাল ইজারা প্রদানে এখতিয়ারবান; এবং

যেহেতু ইজারাগ্রহীতা (দ্বিতীয় পক্ষ) কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাব ইজারাদাতা (প্রথম পক্ষ) গ্রহণ করিয়া তাহাকে উক্ত বালুমহাল .... সনের জন্য .... (কথায় ....) টাকায় ইজারা প্রদানে সম্মত হইয়াছেন; এবং

যেহেতু ইজারাগ্রহীতা তফসিলে বর্ণিত বালুমহাল .... তারিখ হইতে .... তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তে ইজারা গ্রহণে সম্মত হইয়া উক্ত সময়ের ইজারামূল্য বাবদ (ভ্যাট, আয়কর এবং সরকার নির্ধারিত অন্যান্য করসহ) সর্বমোট .... (কথায় ....) টাকা পরিশোধ করিয়াছেন;

সেহেতু ইজারাগ্রহীতা ইজারাদাতার সহিত নিম্নোক্ত শর্তে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন—

(১) ইজারাগ্রহীতা বালুমহালের পরিসীমা বা চৌহদ্দি বজায় রাখিবেন ও সংরক্ষণ করিবেন, এবং কেহ যাহাতে উক্ত বালুমহালে অবৈধ অনুপ্রবেশ করিতে না পারে, বা তাহাকে বেদখল করিতে না পারে, সেই বিষয়ে সজাগ থাকিবেন।

(২) ইজারাগ্রহীতা নিজ ব্যয়ে বালুমহালের সীমানার মধ্যে বা সন্নিকটে, সুবিধাজনক দৃশ্যমান স্থানে, ইজারাগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, ইজারার শর্ত ও মেয়াদের তথ্যসংবলিত সুপরিসর সাইনবোর্ড স্থাপন করিবেন।

(৩) ইজারাগ্রহীতা বালুমহালে তাহার ইজারাধীন কোনো ইজারাস্বত্ব, স্বার্থ বা অধিকার অন্য কাহারও নিকট হস্তান্তর বা সাব-লিজ প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৪) ইজারাগ্রহীতা প্রচলিত আইনের অধীন প্রদেয় বা আরোপযোগ্য যেকোনো প্রকারের কর, ডিউটি, ইত্যাদি প্রদান বা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) ইজারাগ্রহীতা ব্যবসা-বাণিজ্য বা চলাচলের জন্য স্বাভাবিক চলাচলের পথে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করিবেন না এবং জনস্বাস্থ্য হানিকর কোনো শব্দ বা পানিদূষণ করিবেন না।

(৬) ইজারাদাতাসহ, ক্ষেত্রমত, কোনো সরকারি ও সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল শর্ত প্রতিপালন করিতে ইজারাগ্রহীতা বাধ্য থাকিবেন।

(৭) ইজারাগ্রহীতা সরকারের কোনো নির্দেশ বা এই চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করিলে যেকোনো সময় এই ইজারা বাতিল করা যাইবে এবং বালুমহালের দখল সরকার বরাবর স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যর্পণ হইবে।

(৮) ইজারাদাতা ইজারাকৃত বালুমহালের উপরিভাগ বা অভ্যন্তরের সকল খনিজ সম্পদ বা আকরিক এর মালিকানা এবং তৎসহ অনুরূপ প্রাকৃতিক সম্পদাদি অনুসন্ধান, সংগ্রহ, খনন, উত্তোলন, প্রক্রিয়াকরণ ও স্থানান্তর, ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধাদির অধিকার সংরক্ষণ করিবেন। উক্ত সম্পদের উপর ইজারাগ্রহীতার কোনো অধিকার থাকিবে না এবং উক্ত কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে তাহার কোনো আপত্তিও গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৯) ইজারাগ্রহীতা, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বালু বা মাটি উত্তোলন করিতে পারিবেন এবং জেলা প্রশাসকের লিখিত অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত কোনোক্রমেই রাত্রিকালে বালু বা মাটি উত্তোলন ও পরিবহণ করিতে পারিবেন না।

(১০) ইজারাগ্রহীতা, বালু বা মাটি পরিবহণের জন্য অবৈধ বা অননুমোদিত কোনো যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(১১) ইজারাগ্রহীতা, কোনো যানবাহন ওভারলোড করিয়া বালু বা মাটি পরিবহণ করিতে পারিবেন না।

(১২) উত্তোলিত বালু বা মাটি কোনোক্রমেই সর্বসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা বা রাস্তা সংলগ্ন স্থান, খেলার মাঠ, পার্ক বা উন্মুক্ত স্থানে স্তূপ আকারে রাখিয়া জনগণের স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্নতা ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা যাইবে না।

(১৩) উত্তোলিত বালু বা মাটি সংশ্লিষ্ট মালিক বা আইনানুগ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত স্থানীয় জনগণের বা সরকারের জায়গা-জমিতে অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের মাঠ, আঙিনা বা জায়গা-জমিতে স্তূপ আকারে রাখা যাইবে না।

(১৪) বালু বা মাটি পরিবহণের সময় রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে না। কোনো স্থানে রাস্তা না থাকিলে, অনুমতি ব্যতীত, অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার জমি বা ফসলি জমির উপর দিয়া জবরদস্তিমূলক বালু বা মাটিবাহী যানবাহন চালাইয়া রাস্তা সৃষ্টি করিয়া জমি এবং ফসলের ক্ষতি করা যাইবে না।

(১৫) বালু বা মাটি পরিবহণের সময় স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্নতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ দূষণসহ জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা যাইবে না।

(১৬) ইজারার মেয়াদ শেষে বালুমহালের দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের অনুকূলে ফেরত আসিবে। ইজারাগ্রহীতা কোনোক্রমেই ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কোনো আবেদন করিবেন না এবং এইরূপ কোনো আবেদন করা হইলে উহা অগ্রাহ্য ও বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৭) ইজারাধীন বালুমহাল বা ইহার কোনো অংশ, জনস্বার্থে, সরকারি কাজের জন্য প্রয়োজন হইলে, চাহিবামাত্র ইজারাগ্রহীতা তাহা সরকারের নিকট ফেরত প্রদান বা হস্তান্তর করিতে বাধ্য থাকিবেন। তবে, উক্ত ক্ষেত্রে ইজারাগ্রহীতার কোনো ক্ষতিসাধিত হইলে তিনি আনুপাতিক হারে (fair and equitable) ক্ষতিপূরণ পাইবেন, যাহা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং ইজারাগ্রহীতা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

(১৮) উপরোল্লিখিত কোনো শর্ত ভঙ্গ করা হইলে ইজারাদাতা তাৎক্ষণিকভাবে বালু বা মাটির উত্তোলনকার্য বন্ধ করিয়া দিতে, ইজারা বাতিল করিতে এবং ইজারাগ্রহীতাকে কালো তালিকাভুক্ত করিতে পারিবেন।

তফসিল

ইজারাধীন বালুমহালের বিস্তারিত বর্ণনা :

(১) জেলার নাম.................................. (২) উপজেলার নাম ....

(৩) মৌজা .... (৪) জে.এল নং ....

(৫) খতিয়ান নং .... (৬) দাগ নং ....

(৭) জমির পরিমাণ ....

চিহ্নিত বালুমহালের জমির পরিমাণ বা ইজারাধীন জমির পরিমাণ এই ইজারা দলিলে বর্ণিত উপর্যুক্ত শর্তসাপেক্ষে উপরোল্লিখিত তারিখ ও বৎসরে ------------------------- (ইজারাচুক্তি স্বাক্ষরের স্থান) নিম্নবর্ণিত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর ও সিল (যদি থাকে) প্রদান করিলেন।

স্বাক্ষর
(ইজারাগ্রহীতা)

স্বাক্ষর
(ইজারাদাতা)

সাক্ষী:

১।
পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর:
ঠিকানা:

২।
পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর:
ঠিকানা:

ফরম-৪

[বিধি ৬(১০) দ্রষ্টব্য]

নদীর তলদেশ হইতে ড্রেজিং পদ্ধতিতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ইজারা চুক্তি

এই ইজারা চুক্তিপত্র ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা প্রশাসক, জেলা ---------------------------- (অতঃপর ইজারাদাতা বলিয়া অভিহিত হইবে)

---------**প্রথম পক্ষ**

এবং

--, পিতা/স্বামী --------------------------------, বর্তমান ঠিকানা -------------------------------------, পেশা .... (অতঃপর ইজারা গ্রহীতা বলিয়া অভিহিত হইবে)

--------**দ্বিতীয় পক্ষ**

এর মধ্যে ------------সনের ---------------- মাসের ----------------------- তারিখে সম্পাদিত হইল:

যেহেতু ইজারাদাতা (প্রথম পক্ষ) বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধান মোতাবেক ------------------------- জেলায় অবস্থিত নিম্ন তফসিলভুক্ত ও হাইড্রোগ্রাফিক জরিপে চিহ্নিত স্থানের বালুমহাল ইজারা প্রদানে এখতিয়ারবান; এবং

যেহেতু ইজারাগ্রহীতা (দ্বিতীয় পক্ষ) কর্তৃক দাখিলকৃত প্রস্তাব ইজারাদাতা (প্রথম পক্ষ) গ্রহণ করিয়া তাহাকে উক্ত বালুমহাল .... সনের জন্য .... (কথায় ....) টাকায় ইজারা প্রদানে সম্মত হইয়াছেন; এবং

যেহেতু ইজারাগ্রহীতা তফসিলে বর্ণিত বালুমহাল .... তারিখ হইতে .... তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তে ইজারা গ্রহণে সম্মত হইয়া উক্ত সময়ের ইজারামূল্য বাবদ (ভ্যাট, আয়কর এবং সরকার নির্ধারিত অন্যান্য করসহ) সর্বমোট .... (কথায় ....) টাকা পরিশোধ করিয়াছেন;

সেহেতু ইজারাগ্রহীতা ইজারাদাতার সহিত নিম্নোক্ত শর্তে অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন—

(১) ইজারাগ্রহীতা, বালুমহালের পরিসীমা বা চৌহদ্দি বজায় রাখিবেন ও সংরক্ষণ করিবেন এবং কেহ যাহাতে উক্ত বালুমহালে অবৈধ অনুপ্রবেশ করিতে না পারে, বা তাহাকে বেদখল করিতে না পারে, সেই বিষয়ে সজাগ থাকিবেন।

(২) ইজারাগ্রহীতা, নিজ ব্যয়ে বালুমহালের সীমানার মধ্যে বা সন্নিকটে সুবিধাজনক দৃশ্যমান স্থানে ইজারাগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, ইজারার শর্ত ও মেয়াদের তথ্যসংবলিত সুপরিসর সাইনবোর্ড স্থাপন করিবেন।

(৩) ইজারাগ্রহীতা, সংশ্লিষ্ট নৌপথের অবকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

(৪) ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বালু বা মাটি উত্তোলন করিবার পর LLW হইতে পানির সর্বোচ্চ গভীরতা ১২ (বারো) ফুটের অধিক হইবে না।

(৫) নদীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখিয়া নদীর তীরভূমির ঢাল (slope) যথাযথভাবে ১:৩ অনুপাতে সংরক্ষণ করিয়া বালু বা মাটি উত্তোলন করিতে হইবে এবং কোনো স্থানে জরিপে বা, ক্ষেত্রমত, হাইড্রোগ্রাফিক জরিপে নির্ধারিত গভীরতার অধিক গভীরতায় নদী খনন করা যাইবে না।

(৬) ইজারাগ্রহীতা, বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও ব্যক্তি মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো স্থাপনা বা অবকাঠামোর (যেমন- গ্যাস লাইন, টিএন্ডটি লাইন, ওয়াসা লাইন, ইত্যাদি) কোনো ক্ষতিসাধন করিবেন না, এবং কোনো কারণে, কোনো স্থাপনা বা অবকাঠামোর কোনোরূপ ক্ষতি সাধিত হইলে ইজারাগ্রহীতা নিজ দায়িত্বে ও ব্যয়ে উহা মেরামত করিবেন, এবং কোনো ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপিত হইলে ইজারাগ্রহীতা তাহা বহন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) ইজারাগ্রহীতা, বালু বা মাটি উত্তোলনকালে স্বাভাবিক নৌ-চলাচলে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করিবেন না।

(৮) ইজারাগ্রহীতা, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বালু বা মাটি উত্তোলন করিতে পারিবেন এবং জেলা প্রশাসকের লিখিত অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত কোনোক্রমেই রাত্রিকালে বালু বা মাটি উত্তোলন ও পরিবহণ করিতে পারিবেন না।

(৯) বালু বা মাটি খননের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে লাল পতাকা প্রদর্শন করিতে হইবে এবং যে স্থানে 'নোঙ্গর নিষিদ্ধ' সাইনবোর্ড থাকিবে সেই স্থানে খনন করা যাইবে না।

(১০) বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় স্থানীয় জনগণের জায়গা-জমি ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে না এবং উক্ত জায়গা-জমির ক্ষতি সাধিত হইলে, ইজারাগ্রহীতা নিজ উদ্যোগে তাহার ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করিবেন এবং উহাতে ইজারাদাতার কোনোরূপ দায় থাকিবে না।

(১১) বালু বা মাটি উত্তোলনকালে কোনো প্রকার দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে উহার জন্য ইজারাদাতা দায়ী হইবেন না। উক্তরূপ দুর্ঘটনা ও যেকোনো প্রকার ক্ষয়ক্ষতির জন্য ইজারাগ্রহীতা দায়ী হইবেন এবং কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপিত হইলে তাহা ইজারাগ্রহীতাকে বহন করিতে হইবে।

(১২) ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বালু বা মাটি উত্তোলনকালে নদীর তীর, তীর-সংলগ্ন ফসলি জমি বা গ্রামীণ পরিবেশের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না।

(১৩) ইজারাগ্রহীতা, বালু বা মাটি উত্তোলনকালে জীব-বৈচিত্র্য বিনষ্ট করিতে পারিবেন না এবং পরিবেশ দূষণ করিতে পারিবেন না।

(১৪) ইজারগ্রহীতা বালু বা মাটি উত্তোলন বিষয়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল সার্কুলার, বিধি-বিধান ও আইন মানিয়া চলিতে এবং জেলা প্রশাসক, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও মৎস্য অধিদপ্তর প্রদত্ত সকল শর্ত প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন। উক্ত সার্কুলার, বিধি-বিধান, আইন ও শর্ত ভঙ্গ করিলে জেলা প্রশাসক তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট বালুমহালে বালু বা মাটি উত্তোলন বন্ধ করিয়া দিবেন এবং উক্তক্ষেত্রে ইজারাচুক্তি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৫) উত্তোলনকৃত বালু বা মাটি কোনো অবস্থাতেই নদীর তীরে বা নদীতে ফেলা যাইবে না।

(১৬) ড্রেজারের মাধ্যমে বালু বা মাটি উত্তোলন শেষে ড্রেজিং-সংক্রান্ত যাবতীয় মালামাল (যেমন- ড্রেজার, পাইপ, ইত্যাদি) ইজারাগ্রহীতা দ্রুত সংশ্লিষ্ট সাইট হইতে সরাইয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

(১৭) চুক্তিপত্রের সহিত সংযুক্ত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ চার্টের চিহ্নিত স্থানের বাহিরে বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাইবে না।

(১৮) বালুমহাল হইতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে কোনোক্রমেই সাকশন ড্রেজার ব্যবহার করা যাইবে না। ড্রেজিং কার্যক্রমে বাল্কহেড বা প্রচলিত বলগেট ড্রেজার ব্যবহার করা যাইবে না। সুইং করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ বা সমুদ্রবন্দর বা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ড্রেজার ব্যবহার করিতে হইবে।

(১৯) বালু বা মাটি উত্তোলনের কাজে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ও নবায়নকৃত লাইসেন্স ব্যতীত কোনো ড্রেজার ব্যবহার করা যাইবে না।

(২০) ইজারাগ্রহীতা, বালুমহালে ইজারাধীন তাহার কোনো ইজারাস্বত্ব, স্বার্থ বা অধিকার অন্য কাহারও নিকট হস্তান্তর বা সাব-লিজ প্রদান করিতে পারিবেন না।

(২১) ইজারাগ্রহীতা, প্রচলিত আইনের অধীন প্রদেয় বা আরোপযোগ্য যেকোনো প্রকারের কর, ডিউটি, ইত্যাদি প্রদান বা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২২) ইজারাগ্রহীতা, বালু বা মাটি পরিবহণের জন্য অবৈধ বা অননুমোদিত কোনো যানবাহন ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২৩) কোনো যানবাহন ওভারলোড করিয়া উত্তোলিত বালু বা মাটি পরিবহণ করা যাইবে না।

(২৪) উত্তোলিত বালু বা মাটি কোনোক্রমেই সর্বসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা বা রাস্তা-সংলগ্ন স্থান, খেলার মাঠ, পার্ক বা উন্মুক্ত স্থানে স্তূপ আকারে রাখিয়া জনগণের স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্নতা ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা যাইবে না।

(২৫) উত্তোলিত বালু বা মাটি সংশ্লিষ্ট মালিক বা আইনানুগ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত স্থানীয় জনগণের বা সরকারের জায়গা-জমিতে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের মাঠ, আঙিনা বা জায়গা-জমিতে স্তূপ আকারে রাখা যাইবে না।

(২৬) উত্তোলিত বালু বা মাটি পরিবহণের সময় রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে না। কোনো রাস্তা না থাকিলে, অনুমতি ব্যতীত, অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার জমি বা ফসলি জমির উপর দিয়া জবরদস্তিমূলক বালু বা মাটিবাহী যানবাহন চালাইয়া রাস্তা সৃষ্টি করিয়া জমি এবং ফসলের ক্ষতি করা যাইবে না।

(২৭) উত্তোলিত বালু বা মাটি পরিবহণের সময় স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্নতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ দূষণসহ জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা যাইবে না।

(২৮) ইজারাদাতা, ইজারাকৃত বালুমহালের উপরিভাগে বা অভ্যন্তরের সকল খনিজ সম্পদ বা আকরিক এর মালিকানা ও তৎসহ অনুরূপ প্রাকৃতিক সম্পদাদি অনুসন্ধান, সংগ্রহ, খনন, উত্তোলন, প্রক্রিয়াকরণ ও স্থানান্তর, ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধাদির অধিকার সংরক্ষণ করিবেন। উক্ত সম্পদের উপর ইজারাগ্রহীতার কোনো অধিকার থাকিবে না এবং উক্ত কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে তাহার কোনো আপত্তিও গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(২৯) ড্রেজার দ্বারা বালু বা মাটি উত্তোলন ও ড্রেজিং এর কার্যক্রম চালাইবার কারণে নৌ-পথে নৌ-চলাচল বিঘ্নিত হইলে অথবা অননুমোদিত বা বিধিবহির্ভূতভাবে ড্রেজার মোতায়েন করিলে অথবা নৌ-আইন ভঙ্গ হইলে বা নৌ-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলে, এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, ISO-1976 বা, ক্ষেত্রমত, প্রচলিত আইন অনুযায়ী, ইজারাগ্রহীতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ইজারাগ্রহীতা তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩০) ইজারাগ্রহীতা, নির্ধারিত ইজারা মেয়াদের মধ্যে ড্রেজিং চার্ট মোতাবেক বা অন্য কোনো কারণে বালুমহালের উত্তোলনযোগ্য বালু বা মাটি উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইলে কোনোক্রমেই ইজারা মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করিতে পারিবেন না। এইরূপ কোনো দাবি করা হইলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে এবং ইজারা মেয়াদ শেষে বালুমহালের দখল সরকারের অনুকূলে হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩১) ইজারাধীন বালুমহাল বা ইহার কোনো অংশ জনস্বার্থে সরকারি কাজের জন্য প্রয়োজন হইলে, চাহিবামাত্র ইজারাগ্রহীতা তাহা সরকারের নিকট ফেরত প্রদান বা হস্তান্তর করিতে বাধ্য থাকিবেন। তবে উক্ত ক্ষেত্রে ইজারাগ্রহীতার কোনো ক্ষতিসাধিত হইলে তিনি আনুপাতিক হারে (fair and equitable) ক্ষতিপূরণ পাইবেন, যাহা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং ইজারাগ্রহীতা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩২) উপরোল্লিখিত কোনো শর্ত ভঙ্গ করা হইলে ইজারাদাতা তাৎক্ষণিকভাবে বালু বা মাটি উত্তোলনকার্য বন্ধ করিয়া দিতে, ইজারা বাতিল করিতে এবং ইজারাগ্রহীতাকে কালো তালিকাভুক্ত করিতে পারিবেন।

তফসিল

ইজারাধীন বালুমহালের বিস্তারিত বর্ণনা :

(১) জেলার নাম................................ (২) উপজেলার নাম ....

(৩) মৌজা .... (৪) জে.এল নং ....

(৫) খতিয়ান নং .... (৬) দাগ নং ....

(৭) জমির পরিমাণ ....

চিহ্নিত বালুমহালের জমির পরিমাণ বা ইজারাধীন জমির পরিমাণ এই ইজারা দলিলে উপর্যুক্ত শর্তসাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখ ও বৎসরে -------------------------- এ (ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান) নিম্নবর্ণিত সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর ও সিল (যদি থাকে) প্রদান করিলেন।

স্বাক্ষর
ইজারাগ্রহীতা

স্বাক্ষর
(ইজারাদাতা)

সাক্ষী:

১।
পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর:
ঠিকানা:

২।
পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর
ঠিকানা:

ফরম-৫

[বিধি ১৪(১) দ্রষ্টব্য]

বিদেশে বালু বা মাটি রপ্তানির জন্য আবেদন

বরাবর
সিনিয়র সচিব/সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মানপূর্বক বিদেশে বালু বা মাটি রপ্তানির জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি আপনার সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করিলাম, যথা:—

(১)	আবেদনকারীর নাম/প্রতিষ্ঠানের নাম	:	
(২)	আবেদনকারীর ঠিকানা/প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা		
	(ক) স্থায়ী ঠিকানা	:	
	(খ) বর্তমান ঠিকানা	:	
(৩)	আবেদনকারীর/প্রতিষ্ঠান প্রধানের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	:	
(৪)	আবেদনকারীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইলসহ)	:	
(৫)	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
(৬)	ট্রেড লাইসেন্স নম্বর	:	
(৭)	করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন/ ইটিআইএন)	:	
(৮)	রপ্তানি নিবন্ধন সনদ নম্বর	:	
(৯)	বালুমহালের বিবরণ		
	(ক) বালুমহালের নাম	:	
	(খ) মৌজার নাম	:	
	(গ) উপজেলার নাম	:	
	(ঘ) জেলার নাম	:	

(১০)	সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার মতামত (সংযুক্ত করিতে হইবে)	:	
(১১)	ড্রেজিংযোগ্য এলাকার বিবরণ		
	(ক) নদীর নাম	:	
	(খ) চিহ্নিত মৌজা/মৌজাসমূহের নাম	:	
	(গ) ম্যাপসহ ড্রেজিংয়ের জন্য চিহ্নিত স্থানের বর্ণনা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × গভীরতা)	:	
(১২)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থার ড্রেজিং পরিকল্পনার আওতাধীন থাকিলে তাহার বিবরণ (পৃথক কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া সংযুক্ত করা যাইবে)	:	
(১৩)	উত্তোলিত বালু বা মাটি সংরক্ষণস্থলের বিবরণ ও পরিমাণ		
	(ক) মৌজার নাম	:	
	(খ) উপজেলার নাম	:	
	(গ) জেলার নাম	:	
	(ঘ) বালু বা মাটির পরিমাণ (কিউবিক মিটার)	:	
(১৪)	রপ্তানির জন্য আবেদনকৃত বালু বা মাটির পরিমাণ	:	
(১৫)	যে দেশে বালু বা মাটি রপ্তানি করা হইবে সেই দেশের নাম	:	
(১৬)	আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা	:	
(১৭)	আমদানিকারকের সহিত সম্পাদিত চুক্তির তারিখ ও মেয়াদ	:	
(১৮)	অতিরিক্ত তথ্যাদি (যদি থাকে)	:	

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

সংযুক্তি:

১।

২।

৩।

৪।

পরিশিষ্ট-৩

[বিধি ১১(৫) ও ১২(৮) দ্রষ্টব্য]

সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত বালু বা মাটি উত্তোলনের প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলি:

(১) সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে বালু বা মাটি উত্তোলন, পরিবহণ, বিক্রয় ও সরবরাহের অনুমোদনের ক্ষেত্রে বালু বা মাটি ভরাট বাবদ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বা প্রকল্পের নির্ধারিত অর্থ সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) উন্নয়ন প্রকল্পে উক্তরূপ কাজে কোনো অর্থ বরাদ্দ না থাকিলে জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে উত্তোলনযোগ্য বালু বা মাটির মূল্য নির্ধারণপূর্বক বালু বা মাটির মোট মূল্য চালানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কোডে জমার বিষয়টি নিশ্চিত করিয়া ভূমি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) অনুমোদিত বালু বা মাটি জেলা প্রশাসকের সহিত চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হইতে কত দিনের মধ্যে উত্তোলন সম্পন্ন করিতে হইবে তাহার সুনির্দিষ্ট সময়সীমা জেলা প্রশাসক নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

(৪) নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাইবে না এবং নদীর তীর রক্ষার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং অন্যান্য সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে না।

(৫) নৌপথের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করা যাইবে না।

(৬) নদীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখিয়া ১:৩ ঢাল সংরক্ষণ করিয়া বালু বা মাটি উত্তোলন করিতে হইবে এবং কোনো স্থানে অস্বাভাবিক গভীরতায় নদী খনন করা যাইবে না।

(৭) বালু বা মাটি উত্তোলনকালে নৌ-চলাচলে কোনো বিঘ্নতা সৃষ্টি করা যাইবে না।

(৮) বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় স্থানীয় জনগণের জায়গা-জমি ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে না এবং ক্ষতির সম্মুখীন হইলে, বালু বা মাটি উত্তোলনকারী নিজ উদ্যোগে উহার ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করিবেন।

(৯) বালু বা মাটি উত্তোলনকালে কোনো প্রকার দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতির জন্য বালু বা মাটি উত্তোলনকারী দায়ী থাকিবেন এবং এক্ষেত্রে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপিত হইলে, বালু বা মাটি উত্তোলনকারীকে তাহা বহন করিতে হইবে।

(১০) বালু বা মাটি উত্তোলনকালে নদীর তীর, তীর-সংলগ্ন ফসলি জমি বা গ্রামীণ পরিবেশের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না।

(১১) বালু বা মাটি উত্তোলনের ফলে নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহে যাহাতে বাধা সৃষ্টি না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(১২) নদীর তীরভূমির ঢাল (slope) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিয়া বালু উত্তোলন করিতে হইবে।

(১৩) বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও ব্যক্তি মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা বা অবকাঠামোর কোনো ক্ষতি করা যাইবে না এবং কোনো ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপিত হইলে তাহা বালু বা মাটি উত্তোলনকারী বহন করিবেন।

(১৪) নদীর তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ সাপেক্ষে, সুইং করিয়া নদীর তলদেশ সুষম স্তরে খনন করা যায় এইরূপ ড্রেজার ব্যবহার করত আইন ও এই বিধিমালা অনুসারে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে।

(১৫) ড্রেজিং কার্যক্রমে বাল্কহেড বা প্রচলিত বলগেট ড্রেজার ব্যবহার করা যাইবে না।

(১৬) স্থানীয় পানি উন্নয়ন বোর্ড এর উপযুক্ত প্রতিনিধির উপস্থিতি ও তদারকিতে বালু বা মাটি উত্তোলন করিতে হইবে।

(১৭) ড্রেজারের মাধ্যমে বালু বা মাটি উত্তোলন শেষে ড্রেজিং কার্যে ব্যবহৃত যাবতীয় মালামাল (যেমন- ড্রেজার, পাইপ, ইত্যাদি) সশ্লিষ্ট সাইট হইতে দ্রুত সরাইয়া লইতে হইবে।

(১৮) সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বালু বা মাটি উত্তোলন করিতে হইবে, তবে জনস্বার্থে উক্ত সময়ের পর রাত্রিকালে বালু বা মাটি উত্তোলনের প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসককে অবহিত করিতে হইবে।

(১৯) বালু বা মাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদনে বর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

(২০) উপরোল্লিখিত কোনো শর্ত ভঙ্গ করা হইলে জেলা প্রশাসক বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে বালু বা মাটি উত্তোলনকার্য বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট বালু বা মাটি উত্তোলনকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এস এম সালেহ আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd